হিসনুল মুসলিম

কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদিসের আলোকে
দৈনন্দিন দুআ ও যিকির

শাইখ ড. সাঈদ আল-কাহতানি

কালের ঘূর্ণাবর্তে সবকিছুর পালাবদল ঘটছে। পরিবর্তন আসছে জীবনের রূপ ও রঙে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন চিন্তা এসে গ্রাস করছে পুরোনো চিন্তার জগৎ। এভাবেই চলছে গ্রহণ-বর্জনের নিরন্তর চক্র।

কালের এই চক্রে সবকিছুতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগলেও একমাত্র ইসলাম-ই চৌদ্দশত বছর ধরে চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞান বিকাশের অবিকৃত ও পরিপূর্ণ ধারায় রয়েছে বিরাজমান। মানবজাতির জন্য নির্দেশিকা হিসেবে নাযিল হওয়া ইসলামের বার্তাসমূহের রয়েছে সমসাময়িক ও আগামী জীবনের উপযোগিতা। ইসলামের সুমহান সেই বার্তাগুলো-ই বিশ্বাসী মানুষের দ্বারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ‘সমকালীন প্রকাশন’-এর পথচলা।

শুরুর আগে

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি, ক্ষমাও চাই তাঁরই কাছে। আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি আপন কুপ্রবৃত্তি ও অপকর্মের অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ যাকে হিদায়াতের পথে তুলে আনেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না; আবার যাকে তিনি পথচ্যুত করেন, তাকেও কেউ দিতে পারে না পথের দিশা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি এবং তার পরিবার-পরিজন, সাহাবিগণ ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত তার অনুসারীবৃন্দের প্রতি।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আমার রচিত *আয-যিকরু ওয়াদ্দুআউ ওয়াল ইলাযু বিররুকা মিনাল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ* গ্রন্থের চয়িতাংশ নিয়ে গ্রন্থিত। এতে কেবল দৈনন্দিন যিকিরের অংশটুকু এনেছি, যাতে আবাসে-প্রবাসে—সবখানেই এটি সহজে সঙ্গো রাখা যায়। এখানে শুধু যিকিরের মূল ভাষ্য ও তার এক-দুটি সূত্র উল্লেখ করেছি। বর্ণনাকারী সাহাবি ও অন্যান্য বিষয় যাচাইয়ের প্রয়োজন হলে সূত্র অনুসারে হাদিসের মূল গ্রন্থ দেখে নেওয়া যেতে পারে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নান্দনিক নামসমূহ ও তাঁর শ্রেষ্ঠ গুণাবলির অসিলায় মিনতি জানাই, তিনি যেন এ গ্রন্থটি একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কবুল করে নেন এবং এর দ্বারা লেখক, পাঠক, অনুবাদক, প্রকাশক ও সংশ্লিষ্ট সকলকে উপকৃত

করুন। তিনি চাইলেই এটা সম্ভব। তাঁর কাছে কঠিন বলে কিছু নেই।

সবশেষে আবারও দরুদ ও সালাম প্রিয়নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তার পরিবার-পরিজন, সাহাবিগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত তার একনিষ্ঠ অনুসারীদের প্রতি।

সাইদ ইবনু আলি ইবনি ওয়াহফ আল-কাহতানি

সফর, ১৪০৯ হিজরি

আরবি উচ্চারণ নির্দেশিকা বা প্রতিবর্ণায়ন-রীতি

কখনো কখনো আমাদের আরবি উচ্চারণ-নির্দেশের দারস্থ হতে হয়। বিশেষত, কোনো দুআর উচ্চারণ কিংবা আরবি আয়াত বা শব্দের হুবহু বাংলারূপ নির্দেশ করতে এর বিকল্প নেই। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থেও বিভিন্ন দুআ ও যিকিরের উচ্চারণ নির্দেশ করতে আমরা যথাসম্ভব মূল আরবির কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছি। বাংলায় কোন অক্ষরের মাধ্যমে আরবিতে কোন হরফকে নির্দেশ করা হবে, তা বিস্তারিত তুলে ধরেছি। যার বিবরণ নিম্নরূপ :

আরবি বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণ	আরবি বর্ণ	বাংলা প্রতিবর্ণ
ا (আলিফ)	া- (হাইফেনযুক্ত আকার)	ب (বা-)	ব
ت (তা-)	ত	ث (সা-)	ছ
ج (জীম)	জ	ح (হা-)	হ্‌
خ (খ-)	খ	د (দা-ল)	দ
ذ (যা-ল)	য	ر (র-)	র
ز (ঝা-)	ঝ	س (সীন)	স

সূচিপত্র

প্রাত্যহিক

ঘুম থেকে ওঠার দুআ ২৩

বাথরুমে প্রবেশের দুআ ২৮

বাথরুম থেকে বের হওয়ার দুআ ২৮

পোশাক পরিধানের দুআ ২৯

নতুন পোশাক পরিধানের দুআ ২৯

কাউকে নতুন পোশাক পরতে দেখলে পড়ার দুআ ৩০

পোশাক খোলার দুআ ৩০

খাবার গ্রহণের দুআ ৩১

খাওয়া শেষ হলে বলবে ৩২

কেউ খাবারের দাওয়াত দিলে করণীয় ৩৩

মেজবানের জন্য মেহমানের দুআ ৩৩

কেউ কিছু খাওয়ালে বা পান করালে তার জন্য দুআ ৩৩

ঘরে প্রবেশের দুআ ৩৪

ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ ৩৪

বাজারে প্রবেশের দুআ ৩৫
ঘুমের দুআ ও যিকির ৩৬
রাতে পাশ ফেরার দুআ ৪৫
রাতে ঘুম ভেঙে গেলে বা অস্বস্তি বোধ করলে পড়ার দুআ ৪৫
দুঃস্বপ্ন দেখলে করণীয় ৪৬

সালাত

ওযুর দুআ ৪৭
ওযু শেষে পড়ার দুআ ৪৭
মসজিদে যাওয়ার দুআ ৪৮
মসজিদে প্রবেশের দুআ ৫০
মসজিদ থেকে বের হওয়ার দুআ ৫১
আযানের জবাব ৫২
সালাত শুরু করার দুআ ৫৪
রুকুর তাসবিহ ৫৯
রুকু থেকে দাঁড়ানোর তাসবিহ ৬১
সিজদার তাসবিহ ৬২
দুই সিজদার মাঝের দুআ ৬৫
তিলাওয়াতের সিজদার তাসবিহ ৬৬
তাশাহহুদ ৬৭
দরুদ ৬৭
দুআ মাসুরা ৬৯
সালাম-পরবর্তী যিকির ৭৫
তিন কুল ৭৭
আয়াতুল কুরসি ৭৯

ইস্তিখারার সালাতের দুআ	৮১
বিতরে দুআয়ে কুনুত	৮২
বিতরের পর পড়ার দুআ	৮৫

সিয়াম ও হজ

নতুন চাঁদ দেখে পড়ার দুআ	৮৬
ইফতারের পর পড়ার দুআ	৮৭
কারো ঘরে ইফতার করলে তাদের জন্য দুআ	৮৭
রোযাদারকে কেউ গালি দিলে প্রতিউত্তরে সে বলবে	৮৮
হজ ও উমরার তালবিয়া	৮৮
হাজারে আসওয়াদের কাছাকাছি গেলে	৮৯
রুকনে ইয়ামানি ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে পড়ার দুআ	৮৯
সাফা-মারওয়ায় যে দুআ পড়বে	৮৯
আরাফা-দিবসের দুআ	৯১
মাশআরুল হারাম তথা মুযদালিফায় পড়ার দুআ	৯১
জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের তাকবির	৯১

যিকির

যিকিরের ফজিলত	৯৩
সকাল-সন্ধ্যার যিকির	৯৭
সাইয়িদুল ইস্তিগফার	১০১
নবিজির প্রতি দরুদ পাঠের ফজিলত	১১২
তাওবা-ইস্তিগফার	১১৩
তাসবিহ, তাহমিদ, তাহলিল ও তাকবিরের ফজিলত	১১৫
নবিজি যেভাবে তাসবিহ পাঠ করতেন	১২১

সুখদুঃখ

সুসংবাদ পেলে করণীয় ১২২

আনন্দদায়ক সময়ে পড়ার দুআ ১২২

আশ্চর্যজনক বা আনন্দদায়ক কিছু দেখলে ১২৩

অনাকাঙ্ক্ষিত কিছু ঘটলে পড়ার দুআ ১২৩

দুঃখ-দুর্দশার শিকার হলে পড়বে ১২৪

অস্বস্তিকর সময়ে পড়ার দুআ ১২৫

কঠিন কোনো বিষয়ের মুখোমুখি হলে পড়ার দুআ ১২৫

শত্রু ও ভয়

শত্রু ও ক্ষমতাধর ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎকালে পড়ার দুআ ১২৭

শাসকের জুলুমের ভয় হলে পড়ার দুআ ১২৮

শত্রুর বিরুদ্ধে বদদুআ ১৩০

কারো ব্যাপারে ভয় হলে পড়ার দুআ ১৩০

ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পড়ার দুআ ১৩০

শয়তান ও তার অনিষ্ট

অভিশপ্ত শয়তানের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করার দুআ ১৩১

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আত্মরক্ষার দুআ ১৩২

শয়তানের অনিষ্ট ও তার কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার দুআ ১৩২

পাপ করে ফেললে করণীয় ১৩৩

দাজ্জাল থেকে সুরক্ষার দুআ ১৩৩

ঈমান নিয়ে সংশয়গ্রস্ত ব্যক্তির করণীয় ১৩৩

শিরক থেকে বাঁচার দুআ ১৩৪

বিয়ে ও সন্তান

নব-বিবাহিতদের অভিবাদন জানানোর দুআ ১৩৫
বিয়ের পর বা বাহন কেনার পর পড়ার দুআ ১৩৫
স্ত্রী-সহবাসের দুআ ১৩৬
সন্তান লাভকারীকে অভিবাদন জানাতে যা বলবে ১৩৬
শিশুদের নিরাপত্তার জন্য দুআ ১৩৭

অসুস্থতা ও মৃত্যু

রোগী দেখতে যাওয়ার ফজিলত ১৩৯
রোগী দেখার দুআ ১৩৯
দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত ব্যক্তির দুআ ১৪০
শরীরে ব্যথা অনুভূত হলে ১৪২
মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তালকিন প্রসঙ্গে ১৪২
মৃতের চোখ বন্ধ করার দুআ ১৪৩
জানাযার সালাতে মৃতের জন্য দুআ ১৪৩
নাবালক শিশুর জানাযার সালাতের দুআ ১৪৬
শোকার্তদের সান্ত্বনা দেওয়ার দুআ ১৪৮
মৃতকে কবরে রাখার দুআ ১৪৮
দাফন শেষে পড়ার দুআ ১৪৯
কবর যিয়ারতের দুআ ১৪৯

ঝড়-তুফান, বৃষ্টি

ঝড়-তুফানের সময় পড়ার দুআ ১৫০
মেঘের গর্জন শুনলে পড়ার দুআ ১৫১
ইস্তিসকার কিছু দুআ ১৫১

বৃষ্টির সময় পড়ার দুআ ১৫৩
বৃষ্টি শেষে পড়ার দুআ ১৫৩
অতিবৃষ্টি বন্ধের দুআ ১৫৩

ঋণ ও বিপদ

ঋণমুক্তির দুআ ১৫৪
ঋণ পরিশোধের সময় ঋণদাতার জন্য দুআ ১৫৫
বিপদের সময় পড়ার দুআ ১৫৫
বিপদে আক্রান্ত ব্যক্তির দুআ ১৫৭
কোনো বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখলে পড়ার দুআ ১৫৭

সফর

সফরের দুআ ১৫৮
বাহনে আরোহণের দুআ ১৫৯
বাহন হোঁচট খেলে পড়ার দুআ ১৬০
গ্রাম বা শহরে প্রবেশের দুআ ১৬০
সফরে বের হওয়ার আগে স্থানীয়দের উদ্দেশে বলবে ১৬১
মুসাফিরের জন্য স্থানীয়দের দুআ ১৬১
যাত্রাপথের তাকবির ও তাসবিহ ১৬২
রাতের শেষ প্রহরে মুসাফিরের দুআ ১৬২
সফরে কোথাও অবস্থান নিলে পড়বে ১৬৩
সফর থেকে ফেরার দুআ ১৬৩

হাঁচি ও সালাম

হাঁচির দুআ ১৬৫
কোনো কাফির হাঁচি দিয়ে আলহামদুলিল্লাহ বললে প্রতিউত্তরে বলবে ১৬৬
সালামের প্রসার ১৬৬
কাফিরদের সালামের উত্তর ১৬৭

প্রতিউত্তরমূলক

কেউ সদাচরণ করলে বলবে ১৬৮
কাউকে গালি দিয়ে ফেললে ১৬৮
এক মুসলিম যেভাবে অপর মুসলিমের প্রশংসা করবে ১৬৯
কেউ প্রশংসা করলে জবাবে বলবে ১৬৯
'আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি'-এর জবাবে বলবে ১৭০
'আল্লাহ আপনার মাঝে বারাকাহ দিন'-এর জবাবে বলবে ১৭০
'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন'-এর জবাবে বলবে ১৭০
কেউ তার সম্পদ দিতে চাইলে বলবে ১৭১

বিবিধ

মজলিসে পড়ার দুআ ১৭২
মজলিস শেষে পড়ার দুআ ১৭২
ক্রোধ দমনের দুআ ১৭৩
ফলের কলি দেখলে পড়ার দুআ ১৭৩
মোরগের ডাক কিংবা গাধার আওয়াজ শুনলে করণীয় ১৭৪
রাতে কুকুরের ডাক শুনলে ১৭৪
অশুভ লক্ষণ অগ্রাহ্য করে বলবে ১৭৪

কোথাও নিজের নজর লেগে যাওয়ার ভয় হলে ১৭৫
পশু জবাই করার দুআ ১৭৫
কয়েকটি নেক আমল ও শিষ্টাচার ১৭৫

প্রাত্যহিক

ঘুম থেকে ওঠার দুআ

১.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না- বা'দা মা- আমা-তানা- ওয়া ইলাইহিন নুশূর।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুবৎ ঘুমে অচেতন করার পর ফের জাগ্রত করেছেন; তাঁরই কাছে হবে সবার প্রত্যাবর্তন।[১]

২.

لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، رَبِّ اغْفِرْ لِي

---

[১] *সহিহুল বুখারি* : ৬৩২৪; *সহিহ মুসলিম* : ২৭১১

লা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা- শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুওয়া 'আলা- কুল্লি শাইইং ক্বদীর। সুব্‌হা-নাল্ল-হি, ওয়ালহামদু লিল্লা-হি, ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু, ওয়াল্ল-হু আক্‌বার, ওয়ালা- হাওলা ওয়ালা- ক্বুওওয়াতা ইল্লা- বিল্লা-হিল 'আলিয়্যিল 'আযীম। রব্বিগ্‌ফির্‌লী।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। তিনি এক; তাঁর কোনো শরিক নেই। একচ্ছত্র রাজত্ব কেবল তাঁরই; সমস্ত প্রশংসার উপযুক্তও তিনিই। তিনি সবকিছুই করতে সক্ষম। মহান আল্লাহ পবিত্র; সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই। আল্লাহ সুমহান। সমুচ্চ (ও) মহিমান্বিত আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (পাপকাজ থেকে বাঁচার) কোনো উপায় নেই; নেই (সৎকাজ করারও) সাধ্য। হে আমার প্রতিপালক, আমায় আপনি ক্ষমা করুন।[১]

৩.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ فِيْ جَسَدِيْ ، وَرَدَّ عَلَيَّ رُوحِيْ ، وَأَذِنَ لِيْ بِذِكْرِهِ

আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী 'আ-ফা-নী ফী জাসাদী, ওয়ারদ্দা 'আলাইয়া রূহী, ওয়া আযিনা লী বিযিক্‌রিহ।

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে শারীরিকভাবে সুস্থ রেখেছেন, আমার দেহে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন; সেই সাথে আমাকে তাওফিক দিয়েছেন তাঁর যিকির করার।[২]

৪.

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۝١٩٠ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي

[১] যে ব্যক্তি দুআটি পড়বে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। যদি সে দুআ করে, তবে তার দুআ কবুল করা হবে। যদি সে উঠে ওযু করে এবং সালাত আদায় করে, তাও কবুল করা হবে। [*সহিহুল বুখারি* : ১১৫৪; *জামিউত তিরমিযি* : ৩৪১৪; *সুনানু ইবনি মাজাহ* : ৩৮০১]

[২] *জামিউত তিরমিযি* : ৩৪০১; *সহিহু সুনানিত তিরমিযি*, আলবানি, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ১৪৪—হাদিসটি হাসান।